ড. ক্ষীরোদ চন্দ্র রায়, মহাপরিচালক (অবঃ), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউ

পেশায় কৃষি বিজ্ঞানী ড. ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় ফেব্রুয়ারি ২০০৯ থেকে আগস্ট ২০০৯ পর্যন্ত মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তার আগে তিনি পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) এবং পরিচালক গম গবেষণা কেন্দ্র দিনাজপুরে কাজ করেন। পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ার আগে তিনি কৃষি যন্ত্রপাতি ও ফসল সংগ্রহোত্তর প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকৌশল বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান এবং সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি প্রকৌশল অনুষদের কৃষি যন্ত্রপাতি বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ড. রায় ১৯৭৬ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী, ব্যাংকক থেকে মাস্টার অব ইঞ্জিনিয়ারিং অর্জনের পর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে ১৯৭৮ সালে ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। চাকুরিরত অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ্ স্টেট ইউনিভার্সিটি, লোগান থেকে তিনি ডক্টরেট এবং ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, ডেভিস থেকে পোস্ট-ডক্টরেট অর্জন করেন।

সুনির্দিষ্টভাবে তিনি গবেষণা করেছেন কৃষি যন্ত্রপাতি ও ফসল সংগ্রহোত্তর প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকৌশল এবং ফসলের সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে। তিনি অনেকগুলো ছোট ছোট কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে কাজ করেছেন যা ব্যবহার করে কৃষকগণ তাঁদের ফসল উৎপাদন খরচ কমাতে এবং উৎপাদনের হার বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে তাঁদের জীবনমানের প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে জনপ্রিয় হওয়া স্বল্পচাষে এবং বিনাচাষে ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি নিয়েও তিনি গবেষণা করেছেন। ড. রায় গবেষণা করে গম, ভুট্টা ও আলু ফসলে কখন কতটুকু সেচ দিতে হবে তা নির্ধারণ করেছেন। উচ্চমূল্যের কয়েকটি ফসলে ড্রিপ সেচ প্রবর্তন করে তিনি ফসল উৎপাদনের হার অনেক বাড়াতে পেরেছেন। তিনি বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইউএসএআইডি, আন্তর্জাতিক পানি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিউট, বিএআরসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে বিভিন্ন গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করেছেন।

ড. রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা বিভিন্ন জার্নালে ১২টি এবং জাতীয় জার্নালে ২৬টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তিনি ১১টি কারিগরি প্রতিবেদন, ১২টি বুলেটিন এবং ৪টি পরামর্শমূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন। এগুলো ছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, সেমিনার, কর্মশালা ও কারিগরি সভায় যথাক্রমে ৩২টি ও ১৮টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। দেশের বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা এবং অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় তিনি কৃষি, প্রকৌশল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিষয়ে ১৪৫টি লেখা প্রকাশ করেছেন। তাঁর লেখা প্রাকৃতিক উপায়ে সুস্থ থাকুন (২০০০), সবার জন্য যোগ-ব্যায়াম (২০০৫) এবং বাংলাদেশের কৃষির বিস্ময়কর উন্নয়নগাথা (২০২০) নামে তিনটি গ্রন্থ ঢাকার খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কৃষি প্রকৌশলী সমিতি, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সাইন্স, বাংলা একাডেমী এবং আমেরিকান সোসাইটি অব এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স এর ফেলো, সদস্য এবং জীবন সদস্য ছিলেন। তিনি সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী এবং

জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ্ গাজীপুর শাখার কার্যকরি পরিষদের সদস্য, সাধারণ সম্পাদক, সহসভাপতি ও সভাপতি হিসেবে বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অবসর গ্রহণের পর তিনি কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আন্তর্জাতিক সার উন্নয়ন কেন্দ্র, কেমোনিক্স ইন্টারন্যাশনাল এবং ক্যাটালিস্ট-এর প্রকল্পে খণ্ডকালীন পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। জাতীয় প্রতিষ্ঠান যেমন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-এর প্রকল্পে খণ্ডকালীন পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রকল্পে তিনি আফগানিস্তানের কাবুলে আন্তর্জাতিক কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও সেচ পরামর্শক হিসেবে ২০১৩ সালে এবং ২০১৭-১৮ সালে আন্তর্জাতিক কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বিশেষজ্ঞ হিসেবে খণ্ডকালীন কাজ করেছেন। আন্তর্জাতিক ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বিশেষজ্ঞ হিসেবে ২০১৫ সালে ঘানায় খণ্ডকালীন কাজ করেছেন।

ড. ক্ষীরোদ চন্দ্র রায়ের জন্ম রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার জোনা গ্রামে ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫২ তারিখে। ব্যক্তিজীবনে তিনি দুই কন্যার জনক। তাঁর স্ত্রী স্মৃতি কণা রায় একজন গৃহিনী।